প্রথম আলো

তারিখ ...
পৃষ্ঠা · ৪ কলাম · ৬

মহিলা শিক্ষক না পাওয়ায় নোয়াখালীতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট

নোয়াখালী অফিস [illegible]

প্রতিটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে ৩০ শতাংশ বাধ্যতামূলক মহিলা শিক্ষক নিয়োগের নিয়মের কারণে নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলের শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তীব্র শিক্ষক সংকট চলছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যোগ্য মহিলা শিক্ষকের অভাবে কোটাও পূরণ করা যাচ্ছে না, আবার শিক্ষকশূন্যতায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদানও ব্যাহত হচ্ছে। মহিলা শিক্ষক না পেয়ে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলেও তারা এমপিওভুক্ত হতে পারছেন না।

নোয়াখালী জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও হরি নারায়ণ ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিদ্দিকুর রহমান জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি বেসরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের এমপিওভুক্ত হতে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক থাকতে হবে। বয়স্ক পুরুষ শিক্ষকরা অবসরে যাওয়ায় অনেক বিদ্যালয়ে কোটা পূরণের জন্য মহিলা শিক্ষক নিয়োগ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কোটা পূরণে প্রয়োজনীয় যোগ্য মহিলা শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলেও তারা এমপিওভুক্ত হতে পারেন না। ফলে দুই বছর ধরে শুধু উপকূলীয় অঞ্চলে ইংরেজি, অঙ্কসহ অন্যান্য বিষয়ে শতাধিক শিক্ষক পদে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষক সমিতিসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনো দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়নি। এতে জেলার অনেক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা [illegible] মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক থাকায় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার [illegible] কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা কামাল উচ্চবিদ্যালয়ের জন্য পত্রিকায় ১১ বার বিজ্ঞাপন দিয়েও মহিলা শিক্ষক পাওয়া যায়নি। শিক্ষক সংকট দূর করতে দু-একটি বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও তারা এমপিওভুক্ত হতে পারছেন না। অনেক শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলেও তাদের নেওয়া যাচ্ছে না।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুর রশিদ সরকার জানান, সরকারি বিধি মেনেই তাদের চলতে হবে। অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির লোকজন বিষয়টি তাকে জানিয়েছেন। তবে তাদের করার কিছুই নেই।